প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণ

একটি ব্যর্থ উদ্যোগ ক্ষতি হলো শিক্ষার্থীদের

শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা নিয়ে চরম বেকায়দায় পড়েছে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। একদিকে পরীক্ষামূলকভাবে ৬২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী চালু করে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল পায়নি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় এক বছর আগে মৌখিকভাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত করলেও প্রশাসনিক জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কায় দালিলিকভাবে তা হস্তান্তর করতে পারছে না। এ অবস্থায় দুই মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এখন প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ ঠিক হবে কিনা সে সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করছেন। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করানোর মতো যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় না নিয়ে এ শিক্ষাকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার কারণে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

শিক্ষানীতিতে ২০১১-১২ অর্থবছর প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার অর্থাৎ এ শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের কার্যক্রম জোরালোভাবে শুরু করার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রায় ৩৭ হাজার সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০৩টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালু করা হয়। পরে আরও প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হলেও অষ্টম শ্রেণীর জন্য পৃথকভাবে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বর্তমানে জেএসসি ও মাদ্রাসার জেডিসি পরীক্ষা নেয়া হয় শিক্ষা বোর্ডের অধীনে, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন। কিন্তু অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হওয়ায় এই পরীক্ষা নিতে হচ্ছে বোর্ডের মাধ্যমেই। কারণ গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কোন শিক্ষা বোর্ড নেই। এসব বিষয়ের সমাধান না করে তড়িঘড়ি প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের কারণে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করতে হলে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জনবল, ব্যবস্থাপনা- সবকিছুই নতুন করে সাজাতে হবে। নিয়োগ দিতে হবে স্নাতক ও বিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষক। কিন্তু ২০১০ সালে শিক্ষানীতি তৈরি করা হলেও এটি বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেটে আলাদা কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

এটা সত্য যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজের দায়িত্ব নামকাওয়াস্তে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করলেই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন হবে না। আবার এটাও ঠিক যে, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক এবং জাতীয়করণ হওয়া প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মানসম্মত পাঠদান মোটেও সম্ভব নয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হলেও বাংলাদেশে এ মুহূর্তে এর বাস্তবতা রয়েছে কিনা, কিংবা এটার আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে ভেবে দেখা প্রয়োজন। কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়া, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ না করেই পরীক্ষামূলকভাবে ৬২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি করে অষ্টম শ্রেণী চালু করার চেষ্টা করা হলো সেটাই প্রশ্ন। ঢাকঢোল পিটিয়ে যে কাজটি করা হলো তাতে ক্ষতি হলো মূলত শিক্ষার্থীদেরই। ওইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় যে ক্ষতি হলো- আমরা জানতে চাই, তার দায় এখন কে নেবে? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এটা অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, শিক্ষার্থীরা 'গিনিপিগ' নয়। তাদের গবেষণার উপকরণ মনে করা বা গিনিপিগের মতো ব্যবহার করার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। প্রাথমিক শিক্ষা যদি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করতেই হয়, তবে এর জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখেই সমন্বিত পরিকল্পনায় এগোতে হবে। এ ব্যাপারে কাজ করার আগে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। স্কুলগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে, অবকাঠামো সুবিধা বাড়াতে হবে। অর্থাৎ পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া হুট করে কিছু করা ঠিক হবে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................

চীফ. পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ. ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর